দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 21 MAY 1998 ... কলাম ৩

40

থানা এলাকার কলেজগুলোতে ইংরেজী শিক্ষকের সংকট

মকবুলা পারভীন

সহযোগী পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে বরিশাল জেলার হিজলা থানার একটি কলেজের সমস্যা নিয়ে একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। মনে হয়, এই সমস্যাটি শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চল হিজলা থানার কলেজটির নয়, এই সমস্যা মফস্বল এলাকা বা থানা পর্যায়ের প্রায় প্রতিটি বেসরকারী কলেজের। এই সমস্যাটি হচ্ছে, ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষকের অভাব। থানা পর্যায়ে পরিচালিত বেসরকারী কলেজে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষক জুটে যায় কিন্তু ইংরেজী শিক্ষকের পদ বছরের পর বছর খালি থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'ঠিকে' শিক্ষক পাওয়া গেলেও তা সাময়িক। দীর্ঘস্থায়ী পদশূন্যতায় ইংরেজী বিষয় ছাত্রদের কাছে অনধীতই থাকে।

গ্রামাঞ্চলের কলেজসমূহে ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষক শূন্যতার প্রধান কারণ—যারা ইংরেজী সাহিত্যে পড়াশোনা করেন তাদের উচ্চাশা থাকে প্রবল, তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন কলেজে গিয়ে জ্ঞান বিতরণে ইচ্ছুক নন। যে পেশায় গুটিকয় ছাত্রের বেতন থেকে মাসের পূর্ণ বেতন আসা সম্ভব নয় সেই ঝুঁকিপূর্ণ বেসরকারী কলেজ শিক্ষকের তকমা কেই বা আঁটতে চাইবে? ইংরেজীর মতো বিষয় নিয়ে পড়ে কোন মেধাবীই তাই থানার কলেজে ঢুকেন না। তাদের পক্ষে বিসিএস ক্যাডার থেকে ব্যাংক, বীমা বা কর্পোরেশনের মূল্যবান পদের জন্য অপেক্ষারত থাকাটাই স্বাভাবিক।

গ্রাম বা মফস্বল পর্যায়ে গঠিত কলেজগুলোতে স্থানীয়দের চাকুরী হয় বেশী। স্থানীয়দের মধ্যে বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি অথবা সায়েন্সে সম্মানসহ এমএ, এমএসসি পাস করা লোক দেখা যায় কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে পড়া বা পাস করা ছেলেমেয়ে প্রায় বিরল। আমাদের দেশের গ্রাম বা মফস্বল এলাকায় ইংরেজী বিষয়ের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভীতিকর অনীহা দেখা যায়। স্কুল পর্যায়ে অনেক ভুল-ত্রুটির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস উত্তীর্ণ হবার পরও ইংরেজী বিষয়ে শংকা কাটে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজী সাহিত্যে ভর্তি হয় খুব কম। তার থেকে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার আগেই অনেকে পিঠটান দেয়। অনার্স এবং এমএতে ঐ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণী পাবার হার এতবেশী যে, ঐ রেজাল্ট নিয়ে সমাজে খোঁড়া হয়ে চলার চেষ্টার চেয়ে সাবজেক্ট পাল্টানোকেই অনেকে শ্রেয় মনে করে। এজন্য মফস্বল এলাকায় কলেজে পড়াবার ইংরেজী শিক্ষকের অভাব এত প্রচণ্ড।

ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা। এই ভাষা আয়ত্ত করা সহজ কাজ নয়। যে দেশে ভাব প্রকাশের মাধ্যম ইংরেজী, সেখানকার একটি শিশু অতি স্বল্পসময়ে সেই ভাষা আয়ত্ত করে যা লিখতে পারে, তা বলতে ও লিখতে পারা আমাদের দেশের অনেক মাস্টার্স করা ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, ইংরেজী সারাবিশ্বের মধ্যে প্রচলিত ভাষা হলেও শৈশবকালের লেখাপড়ার কিছু ত্রুটির জন্য ইংরেজীটা এদেশের অনেক শিক্ষিতজনের আয়ত্ত হয় না। স্কুলগুলোতে স্বাধীনতার পর থেকে ভালো ইংরেজী শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। আগে সরকারী স্কুল ও পাইলট স্কুলগুলোতে বিদেশী শিক্ষক, ইংরেজীতে দক্ষ শিক্ষক ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষায় জোর দিতেন। বিগত সময় থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে চলছে তাতে ইংরেজী শিক্ষার উপর চাপতো নেইই, বরঞ্চ কিছুটা উপেক্ষার ভাব এসে গেছে। এর ক্ষতিকারক দিক ছায়া ফেলেছে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে। ইংরেজীর শিক্ষক তৈরী হচ্ছে না, ইংরেজী শিক্ষার ভিতও নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর সব সরকারই শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা বলেছেন। শিক্ষার প্রসার হচ্ছে, এ খুবই আনন্দজনক ব্যাপার। কিন্তু স্কুল-কলেজে শিক্ষকের অভাব থাকলে শিক্ষা কিভাবে পূর্ণাঙ্গ হবে এ সমস্যার দিকে নজরই দেয়া হচ্ছে না।

বোর্ড সার্টিফিকেট পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে আমরা দেখতে পাই, ইংরেজী পরীক্ষার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের ঘুম হারাম হচ্ছে, অভিভাবকদের টেনশন বাড়ছে, পরীক্ষার হলে নকল হচ্ছে, ধরা পড়ে বহিষ্কারও হচ্ছে। এত বেশী নকল, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা অন্য কোন বিষয়ে আর ঘটে না। অনেকে শুধু পাস নাম্বার তোলার জন্য এতটাই বেপরোয়া থাকে যে, নকল ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের জীবনও তুচ্ছ করে দেয়। ইংরেজী পাস মানেই আরাধ্য একটি সার্টিফিকেট। দুর্নীতিবাজ পরীক্ষার্থীর হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাওয়ার কারণও তাই।

স্কুল-কলেজে কোন বিষয়ে শিক্ষক না থাকলে সেই বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাস করবে—তা আশা করা যায় না। স্বাভাবিকভাবে যেসব কলেজে বছরের পর বছর কোন একটি বিষয়ে শিক্ষকপদ শূন্য থাকে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা বছর গড়ালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় সেখানে পাস করা বা কৃতকার্য হওয়া অসম্ভব। শত শত শিক্ষার্থীর শিক্ষার মানোন্নয়নের চিন্তা সেক্ষেত্রে অবান্তর। সুতরাং কলেজ প্রতিষ্ঠাকালেই কলেজ পরিচালনা কমিটিকে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। কলেজ আছে, ছাত্র-ছাত্রী আছে কিন্তু শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা মানে বাদক ছাড়া বেহালার সুর আশা করা। এ ধরনের কলেজগুলোর উপর কর্তৃপক্ষের নজর দেয়া দরকার। অতীতে শিক্ষার সুযোগ ছিল সীমিত। গ্রামাঞ্চলের সচ্ছল ও কষ্টসহিষ্ণু শিক্ষানুরাগীরা শহরের ভালো কলেজে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিতেন। ভালো শিক্ষক, কলেজের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশে সহায়ক ছিল। এখন গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সংগে কলেজ এবং কিছু কিছু ডিগ্রী কলেজ হওয়াতে কম সুযোগপ্রাপ্ত দরিদ্র ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে সাফল্য লাভই তাদের আরাধনা। সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত না হলে তাদের এই উদ্যোগ, চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় এসব কলেজের শিক্ষার্থীদের বিরাট অংশ অকৃতকার্য হয়ে পরিবারের আর্থিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে।

কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় ভেবে দেখা প্রয়োজন। একথা অনেকেই জানেন, উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের খরচ অত্যন্ত কম। এজন্য কম মেধাবী ও খারাপ ছাত্র-ছাত্রীরাও বারংবার উচ্চ শিক্ষিতদের দলে ভিড়বার আপ্রাণ চেষ্টা করে অনেকগুলো বছর ও অর্থ অপচয় করে। এদিক থেকে বিবেচনা করে গ্রামাঞ্চলে কারিগরি শিক্ষার কলেজ স্থাপনের জোর দেয়ার আবশ্যকতা বেশী। কারণ এতে কর্মদক্ষতা অর্জনের সুযোগ বেশী এবং এতে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করা সহজ হবে। এটা বলার পরও বলতে হয়, ভবিষ্যতের উচ্চ শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই। বেশী কলেজের সমাহার ঘটানো কোন কাজের কথা নয়, দরকার কম কলেজ, ভালো পড়াশোনা। কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদর্শন করে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এটাই আশা।

থানা এলাকার কলেজগুলোতে ইংরেজী শিক্ষার সংকট অনেক দিনের। এই সংকট নিরসনই শিক্ষার্থীদের একমাত্র কাম্য।